দৈনিক ইনকিলাব

012

তারিখ 23 MAR 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

দৈনিক ইনকিলাব
THE DAILY INQILAB
ঢাকা ঃ বুধবার, ৯ চৈত্র, ১৩৯৪

পরীক্ষা দেওয়ার পরিবেশ নাই

গত ১৭ মার্চ চারটি বোর্ডের অধীনে এসএসসি পরীক্ষা শুরু হয়েছে। পরীক্ষার প্রথম দিনই অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে ৪৮১ জনকে বহিষ্কারের খবর পাওয়া যায় এবং দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ গত ১৯ মার্চ বহিষ্কার করা হয়েছে প্রায় দু'হাজার। এছাড়া এ দিন বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্র এলাকায় যে কাণ্ড-কারখানা হয়েছে তার নজির খুঁজে পাওয়া যাবে কি-না তাতে সন্দেহ আছে। এ দিন ছিল ইংরাজী প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র পরীক্ষা। বিভিন্ন স্থানে নকল সরবরাহকারী ও পুলিশের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষ এমন পর্যায়ে পৌছায় যে, ৫টি কেন্দ্রে পুলিশকে গুলী পর্যন্ত চালাতে হয়েছে। কাঁদানে গ্যাস ও লাঠিচার্জ তো ছিলোই। সংঘর্ষে পুলিশসহ প্রায় দেড়শ' জন আহত হয়েছে। রাজধানী ঢাকায় অবশ্য এ পর্যন্ত কোনো গোলযোগের খবর পাওয়া যায়নি। এবার পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোতে খুব কড়াকড়ি রয়েছে। কেন্দ্র এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। কিন্তু এতো কড়াকড়ি সত্ত্বেও ঢাকা নগরীর বাইরের পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোতে অবাধ নকল হয়েছে বলে জানা গেছে। এমনকি কোনো কোনো কেন্দ্রে উত্তরপত্রের ফটোস্ট্যাট কপি পর্যন্ত বিক্রি হয়েছে। অন্যদিকে পরীক্ষায় সহায়তা করার দায়ে ১২ জন পরিদর্শককেও বহিষ্কার করা হয়েছে। পরীক্ষার প্রথম দিনও শান্তিতে অতিবাহিত হয়নি। সেদিনও নকল সরবরাহকারীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হয়। এছাড়া পরীক্ষা শুরুর আগে থেকেই পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিলের প্রতিবাদে কোনো কোনো স্থানে গোলমাল চলছিলো। পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোর অবস্থান যদি এই হয় তাহলে ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা দেয়া কি সম্ভব?

বিভিন্ন পরীক্ষা বিশেষ করে এসএসসি পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের ঘটনা নতুন নয়। দীর্ঘ দিন থেকে নকল প্রবণতা অব্যাহত রয়েছে। ফলে এসএসসি পরীক্ষা প্রায় প্রহসনে পরিণত হওয়ার উপক্রম হয়েছিলো। তাই নকল রোধের জন্যে কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন বেশ কয়েক বছর আগেই। কিন্তু অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে, কঠোরতা অবলম্বন করলেও নকল রোধ করা সম্ভব হয়নি। উপরন্তু প্রতিবছরই যেনো নকল প্রবণতা বেড়ে চলেছে। আর সেই সঙ্গে বেড়ে চলেছে পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোতে গোলযোগ ও সংঘর্ষ। পরীক্ষায় আগেও যে অসদুপায় অবলম্বন করা হতো না তা নয়। তবে, স্বাধীনতার পরে যে হারে নকল বেড়েছে তার তুলনা বিরল। বর্তমানে অভিভাবক ও শিক্ষকরা পর্যন্ত পরীক্ষার্থীদের নকল সরবরাহ করে থাকেন। আগে এটা কল্পনাও করা যেতো না। এই অবাধ ও ব্যাপক নকলের ফলে ভালো ছাত্র-ছাত্রীরাও বহু ক্ষেত্রে পরীক্ষায় আশানুরূপ ফল করতে ব্যর্থ হয়। আর তার পরিণামে অনেকের ভবিষ্যত পথ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

প্রকৃতপক্ষে, বর্তমানে পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোতে অবাধে নকলসহ আর যে সব কার্যকলাপ চলছে তাতে এ কথাটি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, এখন আর অধিকাংশ পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষা দেয়ার পরিবেশ নেই। হলের মধ্যে যখন গণ-টোকাটুকি চলে এবং হলের বাইরে চলে ব্যাপক সংঘর্ষ এবং গুলী তখন কিভাবে বলা যায় যে, বর্তমানে দেশে পরীক্ষা দেয়ার পরিবেশ আছে? কোনো স্বাধীন ও সভ্য দেশে পরীক্ষার সময় এ ধরনের কার্যকলাপ চলতে পারে— এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য না হলেও আমাদের দেশের এটাই বাস্তব চিত্র। আমাদের ধারণা, পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোর রণাঙ্গনে রূপান্তরিত হওয়ার মতো ঘটনা অন্য দেশের সামনে আমাদের মাথা নুইয়ে দেয়। যতোদূর মনে হয়, যতো কড়াকড়ি করাই হোক না কেন, এভাবে নকল প্রবণতা ও গোলমাল সংঘর্ষ এড়ানো সম্ভব হবে না। এ জন্যে দরকার ছাত্র-ছাত্রীসহ অভিভাবক-শিক্ষক সকলের মানসিকতার পরিবর্তন। আমরা— অবশ্য পাইকারী হারে সব ছাত্র-ছাত্রী এবং অভিভাবক-শিক্ষকদের উপরে দোষারোপ করছি না। তবে যারা নকল করে এবং যারা এতে সহায়তা দান করে তাদের প্রতি আমরা এই আহবান জানাই যে, নকল করে পরীক্ষায় হয়তো পাস করা যায় এবং হয়তো কখনো কখনো ভালো ফলও করা যায়, কিন্তু এতে পরবর্তী জীবনে কোনো মতেই সাফল্য আসতে পারে না বলে এই কুকর্মটি পরিত্যাগ করাই শ্রেয়।